দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 OCT 1990
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

৩১শে অক্টোবর শুনানি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রীট : রুল নিশি জারি

।। খায়রুল ইসলাম ।।

বাংলাদেশে সুপ্রীম কোর্টের হাই-কোর্ট বিভাগ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগামী ১২ই নবেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখার সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত একটি রীট মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রুল নিশি জারি করেছেন।

বুধবার বিচারপতি মোঃ আবদুল জলিল এবং বিচারপতি কাজী শফিউদ্দীন সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের সচিবদ্বয়সহ মোট ৫ জন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রুল প্রদান করে ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধের নির্দেশ কেন এখতিয়ারবিহীন অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষণা করা হবে না এক সপ্তাহের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন।

মাননীয় বিচারপতিগণ আবেদনকারীদের নিজ দায়িত্বে প্রতিপক্ষের

(৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার

(প্রথম পৃঃ পর)

উপর নোটিশ জারির দায়িত্ব দিয়ে আগামী ৩১শে অক্টোবর রীট মোকদ্দমা শুনানির তারিখ ধার্য করে ঐ তারিখে মোকদ্দমা তালিকার শীর্ষে এটি রাখার জন্য নির্দেশ দেন।

নয়জন আবেদনকারী যৌথভাবে রীট মোকদ্দমা দায়ের করেন। এরা হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য ও জৈব-রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ আনোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ও বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ সায়েদুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সরোয়ার মুর্শেদ, সাংবাদিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য গিয়াস কামাল চৌধুরী, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্রের অভিভাবক রাশেদ খান মেনন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আহ্বায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য ফজলুল হক মিলন, ডাকসু সম্পাদক ও সিনেট সদস্য মোঃ খায়রুল কবির খোকন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (হা-অ) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোঃ আফজাল হোসেন এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধান।

শিক্ষক, ছাত্র, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক সমন্বয়ে দায়েরকৃত ৫৬ পৃষ্ঠাব্যাপী রীট মোকদ্দমায় আবেদনকারীদের পক্ষে ঢাকা সুপ্রীম কোর্ট বারের সভাপতি ডঃ কামাল হোসেন গতকাল বেলা সোয়া বারোটায় বক্তব্য শুরু করেন। রীটটি দায়ের করার এখতিয়ার বিষয়ক মাননীয় বিচারপতি মোঃ আবদুল জলিলের এক প্রশ্নের জবাবে কৌসুলী বলেন, 'আবেদনকারিগণ শিক্ষাবিদ, অভিভাবক ও ছাত্রহিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সরকারী নির্দেশে ক্ষুব্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাদের মৌলিক অধিকারের উপর আঘাত এসেছে। এজন্য মোকদ্দমা দায়ের করার এখতিয়ার তাদের রয়েছে।

আবেদনকারীদের বিজ্ঞ কৌসুলী বলেন, 'গত ১৩ই অক্টোবর রাত সাড়ে এগারটার টেলিভিশন খবরে ১৪ই অক্টোবর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ নগরীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা প্রচার করে ঐদিন সকাল ৭টার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক ছাত্রাবাস ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং এজন্য সরকার মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে সরকারী প্রসনোটে উল্লেখ করে "ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্বালাও পোড়াও অভিযানের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে" বস্তুত ছাত্ররা যাতে শান্তিপূর্ণ সভা ও মিছিলে যোগ দিতে না পারে সে জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়।'

১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে এবং ২৪নং অনুচ্ছেদে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন জরুরী পরিস্থিতি বা আইন শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে উপাচার্য ১২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আদেশে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন ক্ষমতা দেয়া হয় নাই। সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা - আদেশ জারীর পূর্বে উপাচার্যের সঙ্গে কোন পরামর্শ গ্রহণ করেননি। ১৫ই অক্টোবর বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এস-আরও নং ৩৫৭। এআইএন/৯০ সূত্র সংবলিত একটি নির্দেশ উপাচার্যের উপর জারী করা হয় এবং তর্কিত এই নির্দেশে আগামী ১২ই নবেম্বর পর্যন্ত ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। এই নির্দেশটি সরকার জারীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (আইন ও আদেশ) অধ্যাদেশ নং ১৩/৯০-এর পরিপ্রেক্ষিতে জারী করা হয়। বিজ্ঞ কৌসুলী দাবী করেন সরকারের আদেশ ও অধ্যাদেশ দুটি ব্যাকডেটেড এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণাটি অবৈধ বিধায় তা' বৈধ করার অভিপ্রায়ে প্রণীত হয়েছে।

রীট আবেদনটি শুনানীর জন্য গৃহীত এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রুল নিশি জারীর যুক্তি হিসাবে ডঃ কামাল হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সরকারী ঘোষণা ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ-এর পরিপন্থী, ছাত্রদের শিক্ষালাভের মৌলিক অধিকার হরণ, সেসন জট তীব্রতর এবং ছাত্রদের সভা ও মিছিলে অংশগ্রহণ করার অধিকারকে নস্যাৎ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সরকারী নির্দেশ সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩৭, ৩৯ নং অনুচ্ছেদে রক্ষিত মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করেছে।

গতকাল রীট আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা শুনানীর সময় আইনজীবী ও দর্শকে বিচারকক্ষটি পরিপূর্ণ ছিল। ডঃ কামাল হোসেনের সাথে সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, শামসুল হক চৌধুরী, সুধাংসু শেখর হালদার, খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী এবং আরও অনেক আইনজীবী আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। সরকার পক্ষে ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল হাসান আরিফ উপস্থিত থাকেন।